WACC
308 Main Street
Toronto
ON M4C 4X7
Canada

Tel : +1 416 691 1999
Fax : +1 416 691 1997
Email : info@waccglobal.org
Web : www.waccglobal.org
www.whomakesthenews.org

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস)
কল্পনা সুন্দর, ১৩/১৪ বাবর রোড (দ্বিতীয় তলা)
ব্লক বি, মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট, ঢাকা ১২০৭

ফোন : ৮১৩০০৮৩, ৮১২৪৮৯৯
ফ্যাক্স : ৯১২০৬৩৩
ই-মেইল : bnps@bangla.net
ওয়েবসাইট : www.bnps.org

সংবাদ নির্মাণ করে কে?

সংবাদে নারী ও গ্রাম

যথাযথ উপস্থাপনা নিশ্চিতকরণ

বিএনপিএস

WACC communication FOR all

সংবাদ
নির্মাণ করে
কে?

সংবাদে নারী ও গ্রাম

যথাযথ উপস্থাপনা নিশ্চিতকরণ

গীতি আরা নাসরীন

বিএনপিএস

WACC communication FOR all

সংবাদে নারী ও গ্রাম : যথাযথ উপস্থাপনা নিশ্চিতকরণ

প্রতিবেদন প্রণয়ন
গীতি আরা নাসরীন

প্রকাশকাল
মে ২০১৪

এই প্রতিবেদনের প্রকাশক বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস) ১৯৮৬ সাল থেকে সকল পর্যায়ে নারী-পুরুষ বৈষম্যমুক্ত একটি সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নানা ধরনের কাজ করে আসছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীকে ক্ষমতায়িত করার মাধ্যমে সংস্থা এই লক্ষ্যে উপনীত হতে চায়। সেজন্য অন্যান্য কাজের পাশাপাশি সব ধরনের গণমাধ্যমকে জেন্ডার সংবেদনশীল করা ও গণমাধ্যমে নারীকে ক্ষমতায়িত করাও সংস্থার একটি বিশেষায়িত কর্মক্ষেত্র।

The World Association for Christian Communication (WACC) is an international organization that promotes communication as a basic human right, essential to people's dignity and community. WACC works with all those denied the right to communicate because of status, identity, or gender. It advocates full access to information and communication, and promotes open and diverse media. WACC strengthens networks of communicators to advance peace, understanding and justice.

Noncommercial. You may not use this work for commercial purposes.
No derivative Works. You may not alter, transform, or build upon this work.
For any use or distribution, you must make clear to others the license terms of this work.
Your fair use and other rights are in no way affected by the above.

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র
চিয়াপাস মিডিয়া প্রকল্প, মেক্সিকো

গ্রাফিক্স ও মুদ্রণ
কালার মার্ক
০১৯১৪৩০৩০৩৯

ISBN: 978-984-90279-8-0

মুখবন্ধ

গত চার দশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নারীর যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার অনেক অংশেরই গণমাধ্যমে যথাযথ প্রতিফলন ঘটে না। আমাদের গণমাধ্যমে প্রধানত নারীর উপস্থিতি ঘটে নির্যাতনের শিকার হিসেবে। সেখানেও সমমর্যাদার দৃষ্টিতে না দেখে নারীকে প্রায়ই হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। সংবাদকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে মনে হয় যে, নির্দিষ্ট নির্যাতন ঘটনার জন্য নারী নিজেই দায়ী।

লিখিত বা অলিখিত যে নীতির মাধ্যমে গণমাধ্যম পরিচালিত হয় তা যথেষ্ট পরিমাণে নারীসংবেদী নয়। তদুপরি, সংবাদ তৈরির বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা কাজ করেন গড়পড়তা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষতান্ত্রিক। তাছাড়া, তাঁরা রাষ্ট্রের সমান নাগরিক হিসেবে নারীকে সমঅধিকারের দৃষ্টিতে দেখতেও অভ্যস্ত নন। এটা ঠিক যে, সংবাদনির্মাতা ও পরিবেশক হিসেবে গত কয়েক বছরে গণমাধ্যমে নারীর উপস্থিতি কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই গণমাধ্যমের সিদ্ধান্তপ্রণেতা নন, বরং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী।

এই অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস) গণমাধ্যমকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং ১৯৯০-এর দশক থেকেই তার স্বল্প সামর্থ্যের মধ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়নে হাত দেয়। তখন রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে কর্মশালা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর বাইরেও, সংবাদমাধ্যমে ভিকটিমের ছবি উপস্থাপন না করা, সংবাদ রচনায় অসংবেদনশীল শব্দ ব্যবহার না করা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর সাফল্যের সংবাদ উপস্থাপন করার জন্য জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে অ্যাডভোকেসি করায়ও সংস্থাটি বিশেষ ভূমিকা রাখে।

এই ধারাবাহিকতায় সংস্থা জাতীয় মানস গঠনে প্রভাবসঞ্চারী গণমাধ্যম জাতীয় কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তককে জেন্ডার সংবেদনশীল করতে একাধিক গবেষণা, প্রকাশনা, মতবিনিময় ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে অ্যাডভোকেসি অব্যাহত রেখেছে। 'সংবাদে নারী ও গ্রাম : যথাযথ উপস্থাপনা নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক বর্তমান পরিবীক্ষণ কাজটিও ওই লক্ষ্যে সংস্থার নিরবচ্ছিন্ন কাজের একটি অংশ। এই পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ, গ্রাম ও শহরকে দেখবার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের কার্যক্রমে যে বৈষম্য চিহ্নিত হয়েছে, তা এ বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদি অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে।

উল্লেখ্য, আমাদের চলতি পরিবীক্ষণটি একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা। বহুজনের শ্রমে এবং সহায়তায় এটি সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে হবে ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব খ্রিষ্টিয়ান কমিউনিকেশন (ডব্লিউএসিসি)-কে। সিকি-শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি গণমাধ্যমের উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। গণমাধ্যমে জেন্ডার-বিষয়ক সর্বাধিক দীর্ঘস্থায়ী 'বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রকল্প' সমন্বয় করা ছাড়াও ডব্লিউএসিসি গণমাধ্যম-বিষয়ক গবেষণা, অ্যাডভোকেসি ও নীতিমালার উন্নয়নের জন্য সহায়তা দিয়ে থাকে। তাদের আর্থিক ও তথ্যগত সহায়তায় এই পরিবীক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়েছে। ডব্লিউএসিসি'র মিডিয়া অ্যান্ড জেন্ডার জাস্টিস কর্মসূচির ব্যবস্থাপক ড. সারা মাচারিয়া'র উৎসাহ এবং দিকনির্দেশনা পরিবীক্ষণটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অমূল্য ভূমিকা রেখেছে।

প্রকল্পটির পরামর্শক অধ্যাপক গীতি আরা নাসরীন সফলভাবে কাজটি সম্পন্ন করায় তাঁকে সংস্থার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকল্প সহকারী শারমীন আহমেদ ও মেহনাজ হক, উপাত্ত বিশ্লেষক মৃণাল কান্তি বিশ্বাস, সম্পাদনা সহযোগী আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান এবং পরিবীক্ষক দলের সদস্য আমিরুল ইসলাম মাসুদ, সুলতানা ইসলাম জেরিন, ফাতেমা তুজ জোহরা, জুয়েল মিয়া, নাজমা আখতার, মোস্তাফিজুর রহমান, আবদুল্লাহ আল মামুন, রোকেয়া রহমান, পারুল আখতার, মোশফেকা ইসলাম, নাহিদা আখতার, আরুনিমা কিশোর দাস, মাহমুদা হক রুমা, লাবিবা ইসলাম ও তানজিনা তারেক নিটোলকেও। তাঁদের সবার সম্মিলিত শ্রমেই এই পরিবীক্ষণটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

সংস্থার পক্ষ থেকে এই প্রকল্পের কাজের সাথে যুক্ত কর্মী ফয়সাল বিন মজিদ, দিলারা রেখা ও মুজিব মেহদীর প্রতিও রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রতিবেদনটি গণমাধ্যমসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে গণমাধ্যমকর্মী, নীতিনির্ধারক, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, উন্নয়নকর্মী ও নাগরিক সমাজের কাজে লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

রোকেয়া কবীর
নির্বাহী পরিচালক
বিএনপিএস

সূচিপত্র

সারসংক্ষেপ ৭
পরিবীক্ষণ পরিচিতি ৮
পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য ৮
পরিবীক্ষণের পটভূমি ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা ৮
গবেষণা পদ্ধতি ১৫
মাধ্যম, সংবাদ-অংশ ও সময় ১৫
পরিবীক্ষণ উপকরণ ১৭
পরিবীক্ষক ১৭
প্রাপ্ত ফলাফল ১৮
এক নজরে ফলাফল ১৮
অস্পষ্ট গ্রাম ১৯
আবছায়ায় নারী ২৪
সংবাদ তৈরিতে নারী ৪১
নীতিমালা ৪৩
সুপারিশ ও উপসংহার ৪৫
কী করা যেতে পারে? ৪৫
পরিশিষ্ট ৪৮
সংক্ষেপে কোডিং পদ্ধতি (টেলিভিশন) ৪৮

সারণিসূচি

সারণি ১ : পরিবীক্ষণকৃত সংবাদমাধ্যম ও সংবাদ অনুষ্ঠান ১৬
সারণি ২ : সংবাদমাধ্যম ও প্রতিবেদন সংখ্যা ১৮
সারণি ৩ : খবরের নারী-পুরুষ ও অন্যান্য লিঙ্গ (সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী) ১৯
সারণি ৪ : সংবাদের বিষয়াবলি (সকল সংবাদমাধ্যম) ২০
সারণি ৫ : খবরের পরিধি (সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশন) ২৩
সারণি ৬ : সংবাদের বিষয় হিসেবে নারী-পুরুষের তুলনামূলক অবস্থান (সকল মিডিয়া একত্রে) ২৪
সারণি ৭ : সংবাদের বিষয় হিসেবে নারী-পুরুষের তুলনামূলক অবস্থান (আলাদাভাবে) ২৫
সারণি ৮ : খবরের পরিধি ও নারী-পুরুষের পরিসর ২৭
সারণি ৯ : সংবাদপত্রে নারী-পুরুষের পেশা ৩০
সারণি ১০ : টেলিভিশনে নারী-পুরুষের পেশা ৩১
সারণি ১১ : রেডিওতে নারী-পুরুষের পেশা ৩৩
সারণি ১২ : সংবাদপত্রে নারী-পুরুষের ভূমিকা ৩৪
সারণি ১৩ : টেলিভিশনে নারী-পুরুষের ভূমিকা ৩৫
সারণি ১৪ : রেডিওতে নারী-পুরুষের ভূমিকা ৩৫
সারণি ১৫ : সংবাদপত্রে সরাসরি উদ্ধৃতি ৩৬
সারণি ১৬ : সংবাদপত্রের ছবিতে নারী-পুরুষ ৩৭
সারণি ১৭ : পারিবারিক সম্পর্কের উল্লেখ (সংবাদপত্র) ৩৭
সারণি ১৮ : পারিবারিক সম্পর্কের উল্লেখ (রেডিও) ৩৮
সারণি ১৯ : পারিবারিক সম্পর্কের উল্লেখ (টেলিভিশন) ৩৮
সারণি ২০ : প্রতিবেদনে নারী কি কেন্দ্রীয় চরিত্র? ৩৮
সারণি ২১ : নারী ও পুরুষের সমতা বা বৈষম্য কি প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ৩৯
সারণি ২২ : গতানুগতিক ধারণাকে কতটুকু চ্যালেঞ্জ করে ৪১
সারণি ২৩ : সংবাদপত্রের সংবাদ রচনায় নারী-পুরুষ ও অন্যান্য লিঙ্গ ৪২
সারণি ২৪ : টেলিভিশনের সংবাদ প্রতিবেদক/ঘোষক/উপস্থাপক ৪২
সারণি ২৫ : রেডিওর সংবাদ প্রতিবেদক/ঘোষক ৪৩
সারণি ২৬ : গণমাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা উল্লেখ ৪৪

রেখচিত্রসূচি

রেখচিত্র ১ : খবরের নারী ও পুরুষ (সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী) ১৯
রেখচিত্র ২ : সংবাদপত্রে সংবাদের বিষয় ২১
রেখচিত্র ৩ : রেডিওতে সংবাদের বিষয় ২২
রেখচিত্র ৪ : টেলিভিশনে সংবাদের বিষয় ২২
রেখচিত্র ৫ : খবরের পরিধি (সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশন) ২৩
রেখচিত্র ৬ : সংবাদের বিষয় অনুযায়ী নারী-পুরুষের উপস্থিতির তুলনামূলক চিত্র ২৬
রেখচিত্র ৭ (ক) : প্রতিবেদনের পরিধি ও নারী-পুরুষের পরিসর (সংবাদপত্র) ২৮
রেখচিত্র ৭ (খ) : প্রতিবেদনের পরিধি ও নারী-পুরুষের পরিসর (রেডিও) ২৮
রেখচিত্র ৭ (গ) : প্রতিবেদনের পরিধি ও নারী-পুরুষের পরিসর (টেলিভিশন) ২৯
রেখচিত্র ৮ : সংবাদ প্রতিবেদনে নারীর ভূমিকা ৩৬
রেখচিত্র ৯ : প্রতিবেদনটি নারীপ্রধান কি না? ৩৯
রেখচিত্র ১০ : নারী ও পুরুষের সমতা বা বৈষম্য কি প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ৪০
রেখচিত্র ১১ : গতানুগতিক ধারণাকে কতটুকু চ্যালেঞ্জ করে ৪১
রেখচিত্র ১২ : গণমাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নীতিমালার উল্লেখ ৪৪

সারসংক্ষেপ

নারী এবং গ্রাম। জনগোষ্ঠী ও ভৌগোলিক এলাকার এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাম উন্নয়ন প্রসঙ্গে নিয়মিত উল্লিখিত হয়ে থাকে। সমতা ও অধিকার অর্জনে যেহেতু গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত, এই পরিবীক্ষণ তাই দেখার চেষ্টা করেছে যে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে গ্রামীণ পটভূমিতে নারী কীভাবে উল্লিখিত ও উপস্থাপিত হয়।

প্রাক-পরীক্ষণ শেষে পরিবীক্ষণের জন্য ৫টি জাতীয় ও ৫টি আঞ্চলিক মিলিয়ে মোট ১০টি সংবাদপত্র, সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ৫টি টেলিভিশন চ্যানেল এবং একটি বেতার কেন্দ্রের সংবাদ বাছাই করা হয়। হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ লাভের পর মোট ১৬ জন পরিবীক্ষক দুই সপ্তাহ সময় ধরে প্রকাশিত/প্রচারিত নমুনা সংবাদ পরিবীক্ষণ করেন। পরিবীক্ষণে বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রকল্পের দীর্ঘ পরীক্ষিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

পরিবীক্ষণে সর্বমোট ৩,৩৬১টি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের আয়তন মোট আয়তনের মাত্র ৮ শতাংশ হলেও এই পরিবীক্ষণ থেকে বেরিয়ে আসে যে, বাংলাদেশের প্রধান গণমাধ্যমসমূহের সিংহভাগ খবর এই অংশকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহের মতো খবরে নারীও প্রান্তিক। পরিবীক্ষণকৃত সংবাদের মধ্যে সংবাদপত্রের মাত্র ১১.৬৪ শতাংশ, টেলিভিশনের মাত্র ৭.২৩ শতাংশ এবং রেডিওর মাত্র ৫.৩০ শতাংশ প্রতিবেদনের বিষয় ছিল গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল। আর, সংবাদপত্রে মাত্র ১৫.৮ শতাংশ, টেলিভিশনে মাত্র ১৪ শতাংশ এবং রেডিওতে মাত্র ২০.৪ শতাংশ সংবাদে নারী কোনো ভূমিকা পেয়েছেন।

সংবাদে ভূমিকা পেলেও পেশাগতভাবে নারীর পরিচয় খুব কমই উল্লিখিত হয়েছে। গৃহিণী বা ছাত্রী হিসেবেই নারী শনাক্তকৃত হয়েছেন বেশি। পারিবারিক সম্পর্কে তাদের পরিচয় দেওয়ার মাত্রাও বেশি। সমাজের প্রচলিত গৎবাঁধা রূপেই নারীর প্রকাশ ঘটেছে। সমাজের বৈষম্যের উল্লেখ যেমন নমুনা সংবাদে পাওয়া যায় নি, তেমনি পাওয়া যায় নি আন্তর্জাতিক বা জাতীয় পথনির্দেশনামূলক কোনো নীতিমালার উল্লেখও।

চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা (১৯৯৫) এবং বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা (২০১১)— এই দুই ক্ষেত্রেই গণমাধ্যমে নারীর যথাযথ উপস্থাপনের জন্য গণমাধ্যমকর্মী হিসেবে নারীর সমতামূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই পরিবীক্ষণের স্বল্প পরিসরেও সংবাদ নির্মাণে নারীর সমতামূলক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় নি।

এই বৈষম্যের চিত্র পরিবর্তনে সাংবাদিকতার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গণমাধ্যমের নীতিনির্ধারক ও কর্মী, সরকার ও সুশীল সমাজ সকলেরই পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পরিবীক্ষণ পরিচিতি

পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য

এই গণমাধ্যম পরিবীক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ উন্নয়নমূলক সংবাদে 'নারী'র উল্লেখ ও উপস্থাপনা বিচার এবং এই উপস্থাপনায় নারী সাংবাদিকের অংশগ্রহণের মাত্রা নির্ণয়।

গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ কৌশলকে পরিচিত করে তোলা, সংবাদ নির্মাণ ও পরিবেশনা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণও এই পরিবীক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরিবীক্ষণের পটভূমি ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা

গণমাধ্যম ও নারী

নারীর উল্লেখ এবং উপস্থাপনা কেন সংবাদ পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় তা সচেতন ব্যক্তিমাত্রই অবগত। গণমাধ্যমসমূহ আমাদের শিক্ষা, তথ্য এবং বিনোদন প্রদানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি এখন স্বীকৃত যে, পরিবার, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মতো গণমাধ্যমও একটি সামাজিকীকরণ প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ গণমাধ্যম থেকে আমরা শুধু শিক্ষা, তথ্য এবং বিনোদনই পাই না; গণমাধ্যম আমাদের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ এবং চিন্তা-ভাবনার ওপর প্রভাব বিস্তারও করে। এ কারণেই সমাজে নারীর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য, সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য, নিপীড়ন ও নির্যাতন বন্ধের জন্য, গণমাধ্যমের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

গণমাধ্যমের সঙ্গে নারীর এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রসঙ্গটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও দীর্ঘদিন থেকে আলোচ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ প্রশ্নে যে চিন্তা ও সক্রিয়তার সূত্রপাত হয়েছিল, ১৯৭৫ সালের আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ সেটিকে একটি আন্তর্জাতিক ইস্যু হিসেবে সবার সামনে নিয়ে আসার সুযোগ করে দেয়। ১৯৭৫ সালের বিশ্ব নারী সম্মেলনে যে 'বিশ্ব কর্মপরিকল্পনা' গ্রহণ করা হয়, তাতে সমাজ ও মনোভাব বদলের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে বলা হয়, সমাজে ও উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্তকরণের জন্য গণমাধ্যম একটি প্রভাবশালী ভূমিকা রাখতে পারে। গণমাধ্যম কীভাবে নারীর ভাবমূর্তিকে তুলে ধরছে, কীভাবেই-বা গণমাধ্যম আরো ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে, এ নিয়ে ১৯৭৫ সালের পর থেকে বিশ্বব্যাপী স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে আলোচনা, গবেষণা পরিচালিত হতে থাকে। এরও দু'দশক পরে ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারী উন্নয়নের জন্য যে ১২টি জরুরি জায়গা শনাক্ত করা হয়, গণমাধ্যম তার মধ্যে একটি।

সিডও সনদ এবং বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন-এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়ন নীতির খসড়া প্রণয়ন করে। পরবর্তী সরকারের সময় একাধিকবার এতে বদল আনা হলেও নারী ও

গণমাধ্যম-বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ অংশটি অপরিবর্তিত ছিল। অবশেষে ২০১১ সালে যে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' গৃহীত হয় তার ৪০তম অনুচ্ছেদে 'গণমাধ্যম ও নারী'বিষয়ক অংশে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা আছে।

৪০.১ গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার করা, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণে বৈষম্য দূর করা, গণমাধ্যমে নারী ও কন্যাশিশুর বিষয়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৪০.২ নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা;

৪০.৩ বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা;

৪০.৪ প্রচারমাধ্যম নীতিমালায় জেন্ডার প্রেক্ষিত সমন্বিত করা।

উল্লেখ্য, নারী উন্নয়ন নীতিমালার পূর্বে প্রণীত সকল খসড়ায় উল্লিখিত চারটি বিষয়ের পরে আরো যে অংশটি সংযুক্ত ছিল তা হচ্ছে : "উপরোক্ত বিষয়সমূহের আলোকে আইন, প্রচারনীতি, নিয়ন্ত্রণবিধি এবং আচরণবিধি প্রণয়ন করা।" বর্তমান নীতিমালায় এই অংশটি অনুপস্থিত থাকলেও উল্লিখিত চারটি ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইতোমধ্যে এই নীতিমালার আলোকে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নারী

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ)-এর ২০১৩ সালের জেন্ডার গ্যাপ-সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন[১] আপাতদৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা আনয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি নির্দেশ করে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে লিঙ্গ-বৈষম্য হ্রাসের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ১৩৬টি দেশের মধ্যে ২০১২ সালের ৮৪তম অবস্থান থেকে ৭৫তম অবস্থানে উঠে আসে। কিন্তু ডব্লিউইএফ-এর পূর্বের আরো কয়েকটি বার্ষিক প্রতিবেদন খুঁটিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয় যে সমতা অর্জনের পথে নারীর এই অগ্রযাত্রা সরলভাবে ক্রমোন্নত হয়নি। অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে নারী-পুরুষের বৈষম্য ২০১২ সালের আগের বছরগুলোর তুলনায় খুব একটা কমে নি। শুধু একটি দিকেই বৈষম্য হ্রাস সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান, সেটি হলো নারীর 'রাজনৈতিক অংশগ্রহণ'। বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় নারীরা সরকারপ্রধান বা সংসদে বিরোধী দলীয় প্রধান হিসেবে আছেন। সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বর্তমানে ১৯৯০ দশকের দ্বিগুণ হয়েছে।

তবে দশকওয়ারি হিসেবে নারীর জীবনের পূর্বতন অবস্থার চেয়ে কয়েকটি ক্ষেত্রের সূচক আশাপ্রদভাবে অগ্রসর। ১৯৮০ সালে নারীর গড় আয়ু যেখানে ছিল ৫৪.৩ বৎসর, ২০১১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৬৭.৯ বৎসর। মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৯৮ সালের ৩.২৩ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ২.০৯ শতাংশ।[২] শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিটি পর্যায়ে মেয়েদের ভর্তির হার বেড়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তি ও স্কুলে উপস্থিতির ক্ষেত্রে এখন জেন্ডার গ্যাপ প্রায় নেই বললেই চলে।[৩] তবে, নারীর জীবন নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়গুলো এখনো ধর্মভিত্তিক পারিবারিক আইনের

[১] World Gender Gap Forum (2014), *The Global Gender Gap Report 2013*, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2013.

[২] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০১৩), *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ২০১২*, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৩] www.unicef.org/infobycountry/bangladesh_bangladesh_statistics.html.

নিয়ন্ত্রণাধীন। এই পারিবারিক আইনসমূহ কোনোভাবেই সমতাসূচক নয়। ভূমির মালিকানা, সম্পত্তিতে অধিকার, উত্তরাধিকার, ইত্যাদি প্রশ্নে নারীর জীবনে বৈষম্য প্রকটভাবেই বিরাজমান। বিশ্ব শ্রম সংস্থার জরিপে দেখা যায়, নারী গড়ে পুরুষের চেয়ে শতকরা ২১ শতাংশ কম আয় করে (Kapsos, 2008)[৪]। নারীর অগ্রযাত্রার সাফল্যগাথাকে ম্লান করে দিয়েছে তৈরি পোশাকশিল্পের সাম্প্রতিক ভয়ংকর দুর্ঘটনাসমূহ, বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে যুক্ত নারীর একটি বড় অংশ যেখানে নিয়োজিত। শুধু কর্মক্ষেত্রে নয়, গৃহাভ্যন্তরে নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্রটিও ভীতিকর। নারীর প্রতি সহিংসতার জাতীয় জরিপে (২০১১) দেখা যায়, শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগ বিবাহিত নারী কোনো না কোনোভাবে তাদের স্বামীর হাতে সহিংসতার শিকার হয়েছেন।[৫]

বাংলাদেশে সমতা অর্জনের পথে নারীর যাত্রাটি তাই সরল নয়। যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার বিষয়ক ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

২৮(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

২৮(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

২৮(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

২৮(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

এছাড়া, নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ ও অধিকার রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিলসমূহে বাংলাদেশ অন্যতম স্বাক্ষরকারী। সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান নারীর প্রশিক্ষণ, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও মাতৃসেবা, আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টায় গণমাধ্যমের ভূমিকাও প্রণিধানযোগ্য।

বাংলাদেশে গণমাধ্যম

যোগাযোগপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও সহজপ্রাপ্যতা এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পূর্বাপেক্ষা উদারীকরণ নীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশে গণমাধ্যম গত দেড় দশকে সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, অধিকাংশ বৃহদায়তন সংবাদমাধ্যমের কোনো করপোরেট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গীভূত থাকা অথবা সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক হিসেবে কাজ করায় জনমনে সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষতা-সম্পর্কিত পূর্বধারণা তিরোহিত হয়েছে। বিশেষত, স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপত্তার অভাব এবং দুর্নীতিও সাংবাদিকতাকে মারাত্মকভাবে

[৪] Kapsos, Steven (2008), *The Gender Wage Gap in Bangladesh*, ILO Asia Pacific Working Paper Series, International Labour Organization.

[৫] Bangladesh Bureau of Statistics (2013), *Report on Violence Against Women (VAW) Survey 2011*, BBS, Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh.

ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তবে তথ্যপ্রাপ্তি এবং জনমত তৈরির ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এখনো স্বীকৃত।[৬]

সংবিধানের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। কিন্তু রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের ২০১৪ সালের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশের স্থান অনেক নিচে, ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪৬তম। প্রতিবেদনে বাংলাদেশে ব্লগারদের ওপর সাম্প্রতিক আক্রমণ, হত্যা এবং ২০১২ সালে সাংবাদিক দম্পতি সাগর সারওয়ার ও মেহেরুন রুনির খুনিদের বিচার না হওয়ার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে।[৭]

শিক্ষার হার সুউচ্চ না হলেও ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশে সংবাদপত্র স্বাধীন কণ্ঠস্বর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়ে এসেছে। টেলিভিশন এবং অনলাইন মাধ্যমসমূহ বাংলাদেশে সংবাদপত্রের গুরুত্বকে কমিয়ে দিতে পারে নি। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, ঘটনার বিশদ ব্যাখ্যা, কলাম এবং উপসম্পাদকীয় পাঠের জন্যও মানুষ পত্রিকা পাঠ করেন। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী এবং শহরাঞ্চলের কিছু মানুষ সংবাদপত্রের অনলাইন সংস্করণ পাঠ করেন। তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেস ইনফরমেশন বিভাগের ওয়েবসাইটে দেওয়া সর্বশেষ হিসেব (এপ্রিল, ২০১২) অনুযায়ী ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১১৩টি এবং ঢাকার বাইরের ১৯৮টি মিলিয়ে বাংলাদেশে মোট দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ৩১১টি। তবে, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক সাময়িকীসমূহ মিলিয়ে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত পত্রিকার সংখ্যা ১,১৮৭টি।[৮]

দীর্ঘদিনের সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশে রেডিওর মতো একটি সহজলভ্য প্রযুক্তির গণমাধ্যমকে যথাযথভাবে বিকশিত হতে দেয় নি। উন্নয়ন সম্প্রচারে তাই রেডিওর ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহৃত হয় নি। রেডিওর শ্রোতাদেরও ধরে রাখা যায় নি। টেলিভিশনের আগমন এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এর বিস্তার রেডিও শ্রোতাদের সংখ্যা আরো হ্রাস করেছে। এসি নিলসেনের ২০১১ সালের গণমাধ্যম এবং জনমিতি জরিপে দেখা যায়, ১৯৯৫ সালে যেখানে রেডিওর শ্রোতা ছিল ৩৬ শতাংশ, ২০১১ সালে সেটি হয়েছে মাত্র ১৫ শতাংশ।[৯]

একমাত্র বাংলাদেশ বেতারেরই মিডিয়াম ওয়েভ ও এফএম উভয় বেতারতরঙ্গ এবং ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে দেশব্যাপী সম্প্রচারের ব্যবস্থা রয়েছে। একটি জাতীয় সম্প্রচার কেন্দ্র এবং ১৮টি আঞ্চলিক কেন্দ্র নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার অবকাঠামো সবচেয়ে বিস্তৃত। বাংলাদেশে এখন ৫টি বেসরকারি/বাণিজ্যিক এফএম রেডিও চ্যানেল রয়েছে। প্রথম বেসরকারি রেডিও চ্যানেল রেডিও ফূর্তি ২০০৬ সালে যাত্রা শুরু করে। মুঠোফোনে রেডিও শোনার সুযোগ শহরাঞ্চলে এবং তরুণসমাজের মধ্যে কিয়দংশে রেডিও শোনার প্রবণতা তৈরি করেছে।[১০] তবে, একাধিক বেসরকারি রেডিও এখন ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সম্প্রচার অঞ্চলের পরিধি বিস্তৃত করলেও এফএম সম্প্রচার প্রধানত শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।

[৬] Rolt, Francis (2012), *Countrycase Study Bangladesh: Support to media where media freedoms and rights are constrained*, BBC Media Action.

[৭] World Press Freedom Index 2014, https://rsf.org/index2014/en-asia.php.

[৮] www.bdpressinform.org.

[৯] উদ্ধৃত : www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/38d6a8d4-c96c-4583-bf8b-a402e7413ca7/attachedFile.

[১০] www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/38d6a8d4-c96c-4583-bf8b-a402e7413ca7/attachedFile.

দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলে অবশেষে কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার অনুমতি পেয়েছে এবং এখন মোট ১৪টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।[১১] এছাড়া, ২০১৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আরো ১৮টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন তাদের কার্যক্রম শুরু করবে।[১২] তবে, সম্প্রতি সংসদে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, নতুন কোনো কমিউনিটি রেডিওকে আপাতত অনুমতি দেওয়া হবে না।[১৩]

নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশে একমাত্র টেলিভিশন চ্যানেল ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ টেলিভিশন। স্যাটেলাইট চ্যানেল এটিএন বাংলা ১৯৯৭ সালে যাত্রা শুরু করলেও প্রথম বেসরকারি টেরিস্ট্রিয়াল এবং স্যাটেলাইট চ্যানেল হিসেবে খবর প্রচার করতে শুরু করে একুশে টিভি (২০০০)। পরবর্তী সময়ে টেরিস্ট্রিয়াল চ্যানেল হিসেবে বন্ধ হয়ে গেলেও একুশে টিভির সংবাদের প্রতি দর্শক-শ্রোতার ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করতে সক্ষম হয়। চলতি বছরের ১০ মার্চ সংসদে এক প্রশ্নোত্তরপর্বে তথ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমানে বাংলাদেশে তিনটি সরকারি চ্যানেলসহ মোট ৪৪টি টিভি চ্যানেল রয়েছে। এসি নিলসেনের ২০১১ সালের গণমাধ্যম এবং জনমিতি জরিপে দেখা যায়, ১৯৯৯ সাল থেকে ২০১১ সালে অর্থাৎ এক যুগের ব্যবধানে শহরাঞ্চলে টেলিভিশন দর্শকের সংখ্যা ৬৯ শতাংশ থেকে ৯১ শতাংশে পৌঁছেছে। একই সময়ে গ্রামাঞ্চলে টিভি দর্শকদের এই প্রবৃদ্ধি আরো বেশি— ২৪ শতাংশ থেকে ৬৭ শতাংশ।[১৪]

এ তথ্যটি উল্লেখ করা বাহুল্য হবে না যে জেন্ডার, শ্রেণি এবং ভৌগোলিক অবস্থান গণমাধ্যমে অভিগম্যতার ক্ষেত্রেও বৈষম্য তৈরি করে। বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ২০ জন মানুষের কোনো ধরনের গণমাধ্যমেই অভিগম্যতা নেই। গণমাধ্যমে অভিগম্যতা নেই এমন নারীর সংখ্যা শতকরা ২৭ ভাগ, পুরুষের ক্ষেত্রে অভিগম্যতাহীনদের সংখ্যা শতকরা ১৩ ভাগ। পুরুষ পাঠকদের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ সপ্তাহে অন্তত একবার দৈনিক পত্রিকা পাঠ করে থাকেন, নারী পাঠকদের মধ্যে সেই হার মাত্র ১৪ ভাগ।[১৫]

সংবাদ পরিবীক্ষণ কেন করা হয়েছে?

যদিও ফেসবুক-টুইটারের মতো সামাজিক মাধ্যমসমূহের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে, তারপরও তথ্য পাওয়ার জন্য সংবাদমাধ্যমসমূহ আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সংবাদমাধ্যমে সব সংবাদকে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং কোন সংবাদটি প্রচার বা প্রকাশ হচ্ছে, কতখানি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ/প্রচার হচ্ছে তার ওপরে নির্ভর করে বিষয়টি জনপরিসরে কতখানি গুরুত্ব পাবে বা আদৌ পাবে কি না। সুতরাং, সংবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সংবাদমাধ্যমসমূহ অনেকাংশে আলোচ্যসূচি ঠিক করে দেয়।

সংবাদমাধ্যমসমূহকে সমাজের দর্পণ বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ সমাজের প্রকৃত অবস্থা, সংগতি-অসংগতির প্রকৃত রূপটিই এই দর্পণে প্রতিভাত হওয়ার কথা। সংবাদকে মনে করা হয় নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ এবং অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। সুতরাং এর প্রভাব অপরিসীম।

[১১] www.bnnrc.net/network/communityradioinbangladesh.

[১২] www.bnnrc.net/home/craward.

[১৩] ‘প্রকাশনা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত পত্রিকা ১১৮৭টি’, *বাংলামেইল২৪ডটকম*, ১০ মার্চ, ২০১৪।

[১৪] উদ্ধৃত : www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/38d6a8d4-c96c-4583-bf8b-a402e7413ca7/attachedFile.

[১৫] উদ্ধৃত : www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/38d6a8d4-c96c-4583-bf8b-a402e7413ca7/attachedFile.

তৃণমূলের মানুষ থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারক পর্যন্ত সকলেই সংবাদমাধ্যম থেকেই তথ্য পেয়ে থাকেন। যদি গণমাধ্যমে দেশের প্রকৃত সমস্যাসমূহের প্রকাশ না হয়, সকল মানুষের প্রয়োজন, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত না হয়, তবে একটি দেশের প্রকৃত অবস্থা জানা যেমন কঠিন, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাও তেমনই অসম্ভব।

তাই, এই পরিবীক্ষণটি করা হয়েছে সংবাদমাধ্যমের ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করার জন্য, সংবাদমাধ্যমকে তাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

গ্রামীণ সংবাদ কেন বিবেচ্য?

বাংলাদেশের মোট ভূমির মাত্র শতকরা ৮ ভাগজুড়ে শহরাঞ্চল। সুতরাং বাকি ৯২ ভাগ অঞ্চলই গ্রাম, কৃষিজমি, বনভূমি ও জলাঞ্চল নিয়ে গঠিত। মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮.৯ ভাগ নগরাঞ্চলে বাস করেন। অর্থাৎ দেশের এগারো কোটিরও বেশি মানুষ গ্রামবাসী। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপিতে কৃষির (কৃষি, গবাদিপশু ও পাখি, মৎস্য, বন) সরাসরি অবদান ২১ শতাংশ। অথামার কাজ যা মূলত কৃষিখাতেরই পরোক্ষ অবদান, জিডিপিতে তার অংশ ৩৩ ভাগ। দেশের শ্রমশক্তির ৫৪ ভাগ এখনো কৃষিতে নিয়োজিত।[১৬] গ্রামের সিংহভাগ মানুষই জীবনধারণ করেন টিকে থাকার (subsistent) কৃষিকে নির্ভর করে।

বিশ্বব্যাংকের জুন, ২০১৩ সালে প্রকাশিত হিসেব অনুযায়ী, বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের (অর্থাৎ যাদের দৈনিক আয় ১৬০ টাকার কম অথবা যারা দৈনিক ২,১০০ ক্যালোরির কম খাদ্যগ্রহণ করেন) সংখ্যা ২০০০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত এক যুগে ২৬ শতাংশ কমেছে।[১৭] এই তথ্য আশাব্যঞ্জক। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১০ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপ (Household Survey) দেখাচ্ছে, বাংলাদেশের ১৭.৬ শতাংশ মানুষ অতি-দরিদ্র বা দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। যেকোনো প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগই তাদের চরম অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে।[১৮] দারিদ্র্য মূলত গ্রামীণ। দরিদ্র বলে সংজ্ঞায়িত মানুষের সিংহভাগ (৮৫ শতাংশ) গ্রামে বাস করে।

গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষিবিপ্লব বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ (গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষিবিপ্লব)-এ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে, "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণসহ কৃষক-শ্রমিক এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের মুক্তির কথাও রাষ্ট্রের প্রাগ্রসর মূলনীতিতে উল্লিখিত। গণমাধ্যমের দায়িত্বও হচ্ছে গণমানুষের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা। এমতাবস্থায় গ্রামসংক্রান্ত সংবাদ সর্বাধিক গুরুত্বসহকারে বাংলাদেশের গণমাধ্যমসমূহে প্রকাশিত এবং প্রচারিত হবে এমনটিই কাম্য।

---

[১৬] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০১৩), *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ২০১২*, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[১৭] World Bank (2011) 'Bangladesh: Priorities for Agriculture and Rural Development', *Agriculture in South Asia*. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/EXTSAREGTOPAGRI/0,,contentMDK:20273763~menuPK:548213~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:452766,00.html.

[১৮] Bhowmick, Nilanjana (2013) http://world.time.com/2013/07/18/after-much-heartbreak-some-good-news-at-last-for-bangladesh.

বাংলাদেশের নারীসমাজের শতকরা ৮০ ভাগই গ্রামে বাস করেন। বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য ফলন, নারী সেই শ্রমঘন সাফল্যের ভাগীদার। অথচ, ভূমি বা কৃষি উপকরণের মালিকানা তাদের নেই। কৃষক বলেও নারী চিহ্নিত নন। যে বিপুল পরিমাণ গৃহকর্ম, উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনমূলক কাজে নারী জড়িত, তার কোনো অর্থমূল্য বিচার করা হয় না, এমনকি তাদের কোনো সামাজিক স্বীকৃতিও নেই।[১৯] সর্বোপরি নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার জাতীয় জরিপে (২০১১) ফুটে উঠেছে যে, গ্রামীণ নারী নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হন সবচেয়ে বেশি।[২০]

সংবাদ নির্মাণে নারীর অংশগ্রহণ কেন উল্লেখ্য

> 'কোনো গণমাধ্যমই প্রকৃতপক্ষে মুক্ত নয়, যদি না তাতে নারীর কণ্ঠস্বর সমভাবে প্রতিফলিত হয়।'
>
> (ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স মিডিয়া ফাউন্ডেশনের অভীষ্টভাষ্য বা মিশন স্টেটমেন্ট)

সংবাদ নির্মাণে নারীর সমঅংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা শনাক্ত করা হয়েছে বহু আগেই। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনের বৈশ্বিক পরিকল্পনাতেও বলা হয়, যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও অভিগম্যতার অভাব একদিকে যেমন নারীর অধস্তন অবস্থার প্রমাণ, অন্যদিকে তার অধস্তনতার কারণও। সংবাদমাধ্যমে যারা কাজ করছেন, তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা অপ্রতুল হবার অর্থ হলো : অনেকের কণ্ঠস্বর আমরা শুনছি না, অনেকের দৃষ্টিভঙ্গি সংবাদমাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে না, অনেকের মতামত চাপা পড়ে রয়েছে।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে নেওয়া বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনায় গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা বাড়াবার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে এজন্য যে গণমাধ্যমে যা প্রচারিত হচ্ছে তার ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণ যতদিন অর্জিত না হবে, ততদিন গণমাধ্যমে নারীর প্রয়োজন তথা মানবসমাজের প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ হবে না। বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং ২০১৩-তে প্রণীত কর্মপরিকল্পনাতেও গণমাধ্যমের সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে এবং প্রশিক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

তবে নীতি ও বাস্তবতার মধ্যে বিরাট ফারাক রয়ে গেছে। ২০০৯ সালে সম্পাদিত একটি বৈশ্বিক গবেষণার বাংলাদেশ অংশে এই বলে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে যে, "এই গবেষণায় ১১টি প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত জরিপ দেখায়, সাংবাদিকতা পেশায় বাংলাদেশের নারী চূড়ান্তভাবে বর্জন ও প্রান্তিকীকরণের মুখোমুখি হচ্ছে। সকল ধরনের পেশায় পুরুষাধিপত্য এবং অধিকতর বেতন প্রমাণ করে সংবাদকক্ষগুলো পুরুষের রাজত্ব। জেন্ডার সমতা সমর্থন করবে এবং সাংবাদিকতায় নারীর সুযোগ উন্মুক্ত করবে এমন প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা না থাকায় পুরুষ-প্রাধান্য জেঁকে বসেছে।"[২১]

---

[১৯] Jones Lori (Ed.) (2013) *The Economic Contribution of Women in Bangladesh Through their Unpaid Labour*, 2nd ed., WBB Trust-HealthBridge.

[২০] Bangladesh Bureau of Statistics (2013), *Report on Violence Against Women (VAW) Survey 2011*, BBS, Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh.

[২১] Byerly, Carolyn M (2011), *Global Report on the Status of Women in the News Media*, IWMF.